[১]
দশক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি নিটোল ডাটা মাইটিভি সংলাপে আপনারা জানেন আমরা সব সময় জনগুরুত্বপূর্ণ এবং সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে
 থাকি সেই ধারাবাহিকতায় আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে নির্বাচন ও ভিসা নীতি এ বিষয়ে আলোচনা করতে আমাদের সাথে স্টুডিওতে রয়েছেন শাহদাব আকবর চৌধুরী লাবু সম্মানিত সংসদ সদস্য বাংলাদেশ
 আওয়ামী লীগ রয়েছেন নিলুফার চৌধুরী মনি সাবেক সংসদ সদস্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে শুরু করছি নিলোফার চৌধুরী মনি আপনার
মাধ্যমে শেষ হলো গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আরো চারটি নির্বাচন আছে সেই নির্বাচন আমরা সবাই দেখলাম যে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ একটি সুন্দর পরিবেশে সেখানে ভোটার উপস্থিতি ও ভালো ছিল
এই এরকম একটি নির্বাচন হওয়ার পরে যেটাই আগে নির্বাচন কমিশনও বলছে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে এবং নির্বাচন
 কমিশন নির্বাচনের পরেই বললেন যে এই গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের মতো বাকি চারটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন হবে এবং ঠিক একইভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এভাবেই সুষ্ঠু নিরপেক্ষ
 পরিবেশের মধ্য দিয়ে সেক্ষেত্রে বিএনপি কতটুকু আশ্বস্ত

[২]
 ধন্যবাদ আপনাকে যারা শুনছেন আমার শুভেচ্ছা আমার সহযোদ্ধা এমপি ওনাকেও ধন্যবাদ দেখেন গাজীপুরের যে নির্বাচন হয়েছে এক নাম্বার এটা স্থানীয় সরকার
নির্বাচন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোট দিতে আসবে কিছু মানুষ এটা যেহেতু কমিশনাররা থাকে এই গ্রাম ও গ্রামের এ পাড়া ও পাড়া এটা একটা প্রতিযোগিতা থাকে সবসময়ই থাকে সেটা হলো একটা দিক সেকেন্ড থিং হলো
 যে কারা নির্বাচন করেছে যারা নির্বাচন করেছে তারা হচ্ছে আমার দৃষ্টিতে এবং বাংলাদেশের মানুষের দৃষ্টিতে নৌকা এক নৌকা দুই এর মধ্যে আর কিছুই নেই তো নৌকা এক নৌকা দুই এ ধরেন ভিসা নীতি এইখানে
 আসে মার্কিনরা অনেকদিন যাবত তার আগেও একটা সেনকশন
 দিয়েছে অনেক ভাবে আমরা যে কথাগুলো বলেছি আমাদের কথাগুলোতে যদি সরকার ফ্যাসিস্ট যদি কর্ণপাত করতেন তাহলে আজকে আমাদের দেশটাকে এতটা প্রবলেমে পড়তে হতো না মানুষের কাছে হয়তো
 অনেক কিছুই হবে না কিন্তু মানুষ তো সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকে সে সম্মানটাই সম্মানের মধ্যেই নিজেকে আমরা এখন মনে করছি যে আমাদের অনেকটাই হানি হয়েছে সেই জায়গায় আপনার সেকশন একবার পেল
 তারপরে যেদিন ভিসা নীতি হলো আসলো সেদিনের পরের দিন এই গাজীপুরের ইলেকশনটা ছিল যদি নীতিটা না আসতো হতে পারে নৌকায় ক বিজয়ী হতো যেহেতু ভিসা নীতি আসছে প্রশাসন যে রিসকটা বরাবর নেয়
সেদিন এটা নানা দ্বিতীয়ত চরম রিসক তো দরকার পরে না আমরা আমরাই তো সাবেক মেয়র ছিল তার মা সাবেক মেয়র এর পক্ষে কিন্তু আওয়ামী লীগের একটা বড় অংশ কাজ করেছে করছে এবং বড় অংশ তারাও
কিন্তু বেশ
প্রভাবশালী ছোটখাটো কেউ না তো সেইখানে এই নৌকায় নৌকা বি নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আপনি যদি দেখেন যে ১৮, ১৪ তার আগেও স্থানীয় সরকার ইলেকশনের আগে
আগে সরকার হঠাৎ করে একটু ভালো সাজার চেষ্টা করেই আর তারপরও স্থানীয় সরকার তো সো এটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই আমি যদি আপনার নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনে আসি আপনি দেখেন
 ভিসা নীতিটা আমরা জানি 25 তারিখ 24 তারিখ রাতে পেলাম আমরা জানি বাংলাদেশের আপামর জনগণ এবং রাজপথের বিরোধী দল কিন্তু আওয়ামী লীগ শাসকগোষ্ঠী কিন্তু এটা 3 তারিখে পেয়েছে 3 তারিখে পর
থেকে যদি আপনি তাদের অবস্থা দেখেন তারা কিন্তু পাগল হয়ে গিয়েছে তারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ভাবে যে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিল আমরা বুঝতাম না আমাদের মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে কিন্তু কি হয়েছে আমরা
জানি না পরে যখন আমরা ভিসা নীতিটা আমরা দেখলাম আমরা আমেরিকার মুখে যখন বক্তব্যটা শুনলাম তারপর আমরা বুঝলাম যে এই কারণে 3 তারিখ থেকেই সরকার সবকিছুই অবগত অবগত বলেই দেখেন

সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদেশ থেকে সেই ঘোষণা দিলেন যে আমাদের যারা সেনকশন দেবে তাদের কোন জিনিস আমরা কিনব না তারপরে উনি স্কট ফেলে দিলেন আপনার যাদের যে ছয়টা দেশে ওভার পেত
সব সময় সেটা সে কমিয়ে দিলেন সে বন্ধ করে দিলেন এবং সে ওই দেশের পতাকা তুলতেও নিষেধ করলেন একদম স্পষ্ট ভাষায় তো এই যে নিষেধ করলেন তারপর আমি ঢাকা দক্ষিণের মেয়র এর মুখে যে ধরনের
 কথাগুলো শুনলাম সবকিছু মিলে এবং বিএনপির উপর যে অত্যাচার অত্যাচার তো বন্ধ হলেই না বরং আরেকটু বাড়লো হঠাৎ করে এই অত্যাচারটা এখান থেকে প্রমাণ হয় যে জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের
 এটা কোন প্রভাব ফেলেনি ফেলবে ও না তারা যে কোনো মূল্যে তারা ক্ষমতায় বসার জন্য যা খুশি তাই করতে পারে ১৮ তে যেমন রাতের অন্ধকারে ভুট করেছে একদিন আগে ভোট করেছে ১৪ তে যেমন বিনা ভোটে
পাস করেছে ঠিক তেমনি তারা নতুন আরেকটা পন্থা তারা মাঝখানে চেষ্টা করেছিল যেটা আমরা তাদের মাধ্যমে এবং আপনাদের মাধ্যমে জানতে পারি সেটা ইভিএম ছিল ইভিএম এর যখন তাদের এখন পয়সার খুব
টানাটানি যখন আপনার চাল ডাল লবণ মরিচের এলসি করা যায় না এবং কয়লা কয়লা যে কয়লার জন্য আপনার অনেকগুলো বিদ্যুৎ কেন্দ্র বড় বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে সেইখানে তারা এই
এভিম এ র
 মত আবার খরচে একটা জিনিস তারা আনতে পারে নাই বলে তারা ওটা বাদ দিতে বাধ্য হয়েছে কিন্তু তাদের কিন্তু ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা কিন্তু বন্ধ নাই সেই ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনায় তারা কিভাবে আগামী নির্বাচন
 করবে তারা যেটা ধরে ঠিক করে রেখেছে ওই ভাবেই করবে তার কোনো যে তার কোনো ব্যত্যয় হবে না বলেই আপনি এই চার-পাঁচ দিনের সর্বশেষ এখন যখন ভিসা নীতি মার্কিনদের
[৩]
ভিসা নীতি নিয়ে আলোচনা পরে আসি

[২]
 সেটাই সবার মুখে মুখে যখন
তখন আপনার তারা কিন্তু তাদের অত্যাচারের মাত্রাটা উপরন্ত বাড়িয়েছে কমায় না আপনি কেরানীগঞ্জে দেখেন একজন নারীর উপর হামলা করেছেন আপনি দেখেন খাগড়াছড়িতে দেখেন চট্টগ্রামে গতকালকে দেখেন
 ঢাকা সিটি
 কলেজের সামনে গত তিন-চার দিন আগে দেখেন এগুলো যদি আপনার সব হিসাব করেন

[৩]
হ্যা এই আলোচনায় আসব কিন্তু এই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গত দুই-তিন দিন যাবত বলছেন যে ভিসা নীতির পরে আপনারা এ ধরনের নাটক সাজাচ্ছেন

[২]
আমরা কোনো নাটক সাজাইনি
[৩]
আপনি জবাব দিবেন।আপনি এই বিষয়ে জবাব দিবেন।
[২] আমরা কোনো নাটক সাজাইনি
আমি শেষ করি লাইন টা আমরা যেভাবে মিটিং করছিলাম আমরা ঠিক
একইভাবে মিটিং করছি তারা যদি হামলা করে তাহলে এখানে আমাদের নাটকের কি আছে
[৩] আচ্ছা

[২]
বরং সরকার টাইমে সময় অসময়ে

[৩]
আচ্ছা কিভাবে আশ্বস্ত করবেন এই বিএনপিকে যে নির্বাচন জাতীয় নির্বাচন ও অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ
হবে আচ্ছা প্রথমত আমি বলতে চাই যখন নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্ন কথা উঠেছে আমি এতটুকু বলতে পারি যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জন্ম গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে এবং এই স্বাধিকার আন্দোলন
স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং আজ পর্যন্ত অনেক চড়াই-উতরাই পার করে কিন্তু আওয়ামী লীগ আজকে এখানে এসেছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ডাকে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার নেতৃত্বে
বাংলাদেশ আজকের পৃথিবীর মানচিত্রে অনেক উচু স্থানে আজকে স্থান করে নিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা এই দেশটাকে উন্নয়ন করেছে আমরা বিশ্বাস করি তিনি সবার অংশগ্রহণমূলক একটা
এক্সেপ্টেবল নির্বাচন তিনি উপহার দেবেন এবং আমরা দেখেছি যে অতীতে অনেকগুলো নির্বাচন স্বাধীনতার পর থেকে নির্বাচন হয়েছে আমি দেখিনি যে কোনো নির্বাচনে বিএনপি সরকার যারা বিএনপি যারা ক্ষমতায়
এসেছে তারা সঠিক নির্বাচনের মাধ্যমে দিয়ে আজ পর্যন্ত কোন ক্ষমতায় আসতে পারে নাই বিএনপির জন্ম হয়েছে পিছনের দরজা দিয়ে ক্যান্টনমেন্টে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা রক্তর যারা হাতে এই বিএনপির জন্ম তাদের
কাছ থেকে আমরা গণতন্ত্র বা নির্বাচন সুষ্ঠ নির্বাচনের কথা শুনলে আমাদের হাসি আসে আমরা ভুলে যায় নাই 96 ই ফেব্রুয়ারি মাসের নির্বাচন আমরা ভুলে যাই নাই মাগুরার নির্বাচন নির্বাচন হবে সংবিধান সম্মতভাবে
সংবিধান যা বলে সেই ভাবেই নির্বাচন হবে এখানে প্রশ্ন আসে অবশ্যই আমরা চাই যে আমরা সবাই বিএনপি বলেন আওয়ামী লীগ বলেন আরো অনেকগুলো দল আছে সবাই মিলে গণতন্ত্রের কথা যখন বলব সবাই
মিলে আমরা পার্টিসিপেট করব কারণ আমরা সবাই কিন্তু স্টেক হোল্ডার এই বাংলাদেশের মানুষ কেউ আমাকে সমর্থন করবে কেউ বিএনপিকে সমর্থন করবে কেউ অন্য দলকে সমর্থন করবে সুতরাং দেশকে
স্থিতিশীল রাখতে গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে সবাইকে নিয়েই কিন্তু নির্বাচনের দিতে এখানে যদি কোন ধরনের বিএনপির কোন বা অন্য কোন দলের যদি কোন সন্দেহ থাকে যে কিভাবে এটাকে ফুল প্রুফ করা যায়
তখন বলতে হবে যে ঠিক আছে ইলেকশন কমিশনের এই জিনিসগুলো আপনারা কিভাবে ঠিক করতে পারেন কিন্তু ওই তত্বাবধায়কের এই কাসুন্দিয়া আর ঘেটে লাভ নাই তত্বাবধায়ক ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের মাটিতে
আর কোন তত্বাবধায়কের আন্ডারে নির্বাচন হবে না তত্বাবধায়ক কি করেছি আমরা দেখতে পেরেছি অতীতেও দেখেছি একবার ন্যাড়া বেলতলায় একবার যায় বারবার যায় না তো অনেক বার হয়ে গেছে এই তত্বাবধায়কের
এসব তত্ব বাংলাদেশে আর ইনশাল্লাহ আমরা বিশ্বাস করি আর কোনদিন টিকবে না

[১]
কিন্তু ওই ধরনের সরকার ছাড়া তো উনারা নির্বাচনেও আসবেন না

[৩]
আচ্ছা এখন শোনেন পরিষ্কার জিনিস দেখান আপনারা ২০০৪ সালে যেমন নির্বাচন হয়েছে সারা বিশ্ব বলে বাংলাদেশের মানুষ বলে যে এই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন হয়েছিল সে নির্বাচনে বিএনপি কয়টি সিট
পেয়েছে ২৯ টা সিট পেয়েছে মানে অলমোস্ট না পাওয়ার মতোনে এর পরে এই যে গত ১৪ বছরে এত উন্নয়ন উন্নয়নের তো শেষ নাই সারা বাংলাদেশের মানুষ দল-মত-নির্বিশেষে তারা প্রত্যেকে একমত হবে সেই
আওয়ামী লীগের ভোট দিবেন না দিবেন ডিফরেন্ট কিন্তু উন্নয়ন কে করেছে যদি বলে তাহলে শেখ হাসিনার উন্নয়ন করেছে এত উন্নয়নের পরে আমরা ভোট পাব না আমরা ভোটের ভয়ে জনগণের ভয়ে আমরা পিছিয়ে
থাকব এটা তো হতে পারে না খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা চাই সবাই আসুক সুন্দর একটা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হোক আর ভিসা নীতির কথা যেটা বলেছেন ভিসা নীতিটা দেখেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা বৃহৎ পরাশক্তি এটা
তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার আমি তো এর মধ্যে কোন খারাপ কিছু দেখছি না আমি পজিটিভলি দেখতে যাচ্ছি দাদা যেই নীতিটা নতুন ঘোষণা করেছে এই নীতির ফলে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে তারা যেটা দেখতে চায় যে
সবার অংশগ্রহণে একটা সুন্দর সুষ্ঠ নির্বাচন হোক এবং এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যারা বাধাগ্রস্ত করবে তাদেরকে তারা ভিসা দিবে না সেটা সরকার দলের লোক হোক বা বিএনপির লোক আমি তাদের সাথে ১০০ ভাগ একমত

যে আমরাও চাই সুন্দরভাবে গণতন্ত্র যদি কেউ সমুন্নত রাখার জন্য কারণ বাংলাদেশকে রাজনীতির স্থিতিশীল রাখতে গেলে গণতন্ত্র বাইরে কোন কথা নেই এই গণতন্ত্রের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ১২ বছরের বেশি
কারাগারে থেকেছে সুতরাং আমরাও চাই যে ঠিক আছে আমরা সুন্দরভাবে একটা নির্বাচন উপহার দিবো এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরে শতভাগ আস্থাশীল যে সুন্দর একটা নির্বাচন তিনি উপহার দিবেন আর যদি তা
না ওনাদের থাকে যে না এখানে আমাদের ভয় কোন জায়গাটায় ভয় সেই জিনিসটা তুলে নিয়ে আসুক আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চয়ই সেটা সমাধান সম্ভব নয়

[১] ধন্যবাদ ধন্যবাদ শাহদাব আকবর চৌধুরী , নিলুফার চৌধুরী মনি
মার্কিন ভিসা নীতির পরে আপনারা বিভিন্ন ধরনের নাটক সাজাচ্ছেন কারণ বেকায়দায় পড়েছেন আপনারাই বেকায়দায় পড়েছে বিএনপি এ নিয়ে আওয়ামী লীগ কিংবা সরকারের মাথাব্যথা নেই বক্তব্যটি হচ্ছে
আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের এই বক্তব্যের জবাব দিবেন তার আগে একটি বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক নিচ্ছি নেটওয়ার্ক ডাটা মাই টিভির সঙ্গে এই পর্যায়ে একটি বিরতি ফিরছি সাথে থাকুন
দর্শক ফিরে এলাম আবার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ বিরতির আগে কথা বলছিলাম শাহদাব আকবর চৌধুরী লাবু মাননীয় সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ এ পর্যায়ে আমরা কথা বলবো নিলুফার চৌধুরী মনি যেমনটি
বলছিলাম বিরতির আগে যে মার্কিন ভিসা নীতিতে বেকায়দায় পড়েছে বিএনপি এর জন্যই তারা বিভিন্ন কর্মসূচির নামে এখন নাটক সাজাচ্ছে আওয়ামী লীগের এই মার্কিন ভিসা নীতি নিয়োগ করা হয়েছে

[২] মনে মনে বড়ই কষ্ট মনে এত বেশি কষ্ট থাকলে কথা এইরকম কথা আসে
ওবায়দুল কাদের সাহেব কি বলছেন আর কি করছে নিজেও জানেন না কারণ এত বেশি তারা এত বেশি ধাক্কা খেয়েছেন দেখেন ভিসা নীতিটা কিসের জন্য হয়েছে আমি যদি এটাকে বিশ্লেষণ করি যে নির্বাচন যাতে অবাধ
সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হয় ওনাদের প্রথম কথাটা এরকম ছিল নির্বাচন বাংলাদেশের অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হয় না বলেই তো এই কথাটা আসছে হলে তো আর এটা আসতো না তারপরে কি বলেছে এজন্য ভিসা নীতি এটা নির্বাচন
অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ না হলে যে ব্যক্তিরা দায়ী থাকবে শুধু তারা না তাদের পরিবারের সদস্যরা যাদের টাকা-পয়সা ধন-দৌলত যাবে দেশে পাচার করছে সেগুলো পর্যন্ত বাজয়াপ্ত হবে তাদেরকে ফেরত পাঠানো হবে
এইখানে তারা যেভাবে করেছে রোনাল্ডো সেটা হলো গিয়ে যে এর আওতায় যারা পড়বেন সাবেক বর্তমান কর্মকর্তা যারা ১৮ নির্বাচনটা আওয়ামী লীগকে করে দিয়েছেন রাতের অন্ধকারে

[১]18 বলেন নি সাবেক বলেছেন

[২]
আমি বলেছি এই কথা
[১] জি জি
[২]
তারপরে কি সরকারি ও বিরোধী রাজনৈতিক সদস্যরা বিরোধীর মধ্যে কিন্তু আমরা যদি বলেন আপনি বিরোধিতা করি না কারণ বিরোধী যদি হয় তাহলে ওনাদের সাথে এখন জাতীয় পার্টি আমরা রাজপথের বিরোধী যেটাই
হোক আমরা এটা থেকে বাংলাদেশের কোন মানুষের আওতামুক্ত না একজন ভোটারও ভোট দিতে গিয়ে যদি সহিংসতা শিকার হয়ে নিজেও সহিংসতা করে আপনারা পাঁচটা কিল দিলে আপনি তার বসে থাকবেন না
আপনার একটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন সেই সদস্য কিন্তু এর মধ্যে পড়বে যদি প্রুভ থাকে গেল তারপরে হলো গিয়ে আইন প্রয়োগকারী বিচার বিভাগ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা কেউই কিন্তু এর বাইরে না আপনি তারা
কতটা বুদ্ধি এপ্লাই করেছে এখানে আপনি দেখেন আমাদের তো লজ্জা নাই দোকান কাটা তাই আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলে আওয়ামী লীগ এই কথাগুলো বলার আমি হলে কি করতাম ওই জায়গায় আমি যদি

বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার থাকতাম চুপ করে থাকতাম চুপ করে আমি দেখতাম এবং তারপর সময় বুঝে আমি উত্তর দিতাম এই ধরনের পাগলামিটা করতাম না কার সাথে আমি পাগলামি করছি আমি সাগরে বাস করে
কুমিরের সাথে যুদ্ধ করে আমি কতক্ষণ টিকতে পারবো এরপর আপনি দেখেন তাদের তাদের ইটা কি কংগ্রেসম্যানরা আপনার বাইডেনকে প্রথমে চিঠি দিয়েছিল বেশ কিছু কংগ্রেস মাইন্ড মিলে সেখানে তারা বলেছিল যে
ওইখান থেকে যে ডিসিশনটা হয়েছিল এরকম যে আর্মিকে উজ্জ্বল করতে বলা হয়েছে আর বাইরে

[১]
আপা আপনি ভিসা নীতির আলোচনা শেষ করছেন

[২]
আমি ভিসা নীতির মধ্যে এইগুলা পরে ভিসা নীতির মধ্যেই আছি এর বাইরে যাব না

[১]
আপনার সাথে আর কিছু বিষয়ে ভিসা নিয়ে আরও আলোচনা আছে

[২]
ইউএস এ থেকে এই যে রাশিয়া চায়নার যে অতি নির্ভরশীলতা বাংলাদেশ ছোট্ট দেশ এত নৌকায় পা দেওয়া একসাথে ঠিক না তো এই যে এইটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইতিমধ্যে কি বলেছে ভিসা নীতি কে কেন্দ্র করে যে
তারাও কিন্তু তাদের জিপিএস বন্ধ করে দেবে এসব বন্ধ করে দিলে আমাদের অবস্থান কোথায় হবে মার্কিনিরা যেটা বলেছে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যারা আমাদের সেনশন দিবে আমরা তাদের জিনিস কেনা বন্ধ করে দেবো এটা বলার পরেও কিন্তু চিনির এলসি খুলেছে তেলের এলসি খুলেছে এটা বলার পরেও সো এই এরা যা বলে তা করে না যা করে তা বলে না এই জায়গায় আপনার এই যে উনি যে কথাটা বললেন আমাদের লাবু সাহেব যে গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছে উনি কোন আওয়ামী লীগ বলেছেন আমি জানিনা আমি যদি ধরে নেই উনার মা এক সময় আওয়ামী লীগের বড় নেতা ছিলেন আমি ধরে নিলাম এখনকার আওয়ামী লীগ সৈয়দ শাহ সাজেদা চৌধুরী শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কাছে অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে গিয়ে আওয়ামী লীগকে বাকশাল থেকে ফেরত নিয়েছিলেন সেই আওয়ামী লীগের কথা বলেছে বাকশাল কেন বানিয়ে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব কারণ উনি এই আওয়ামী লীগকে উনি রাখতে পারছিলেন না নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছিলেন না অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছিল এবং বলেছিল যে সবাই পায় সোনার খনি আমি পেয়েছি চোরের খনি এই চোর কোনভাবেই সামলাতে না পেরে আপনার এটা করেছিলেন তো এই আওয়ামী লীগের যে নেতারা কিংবা আমি তার আগে আওয়ামী লীগের যদি বলি আপনার বাকশালের আগের আওয়ামী লীগ ৭৩ এর নির্বাচন করেছিল উনারা বলেছেন যে উনারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে আসছে ৭৩ ৭,৮ টা বিরোধী দলের এমপিদের সহ্য করতে পারে নাই ভোটের বাক্স সেই সময়ে হেলিকপ্টারে করে তুলে নিয়ে আসছিল সেই সময়ে তারপরে আপনার এই নির্বাচনে গেল উনি আটের নির্বাচন বললেন যেভাবে করেছেন এক ঘন্টার জন্য আর্মিদের কাছে সবকিছু দিয়ে আপনার প্রিজাইডিং অফিসার ফোল্ডিং অফিসার পুলিং এজেন্ড সবাইকে বের হয়ে আসতে হয়েছিল সে এক ঘন্টার কার সাজিতে বিএনপির কপালে ২৯ টা দিয়ে দিয়েছে যেটা ১৮ তো তারা এই একই কাহিনী করে বিএনপিকে মাঠ ছাড়া করেছে এলাকা ছাড়া করেছে দল ছাড়া করেছে দেশ ছাড়া করেছে এইভাবে তারা ইলেকশন গুলা করে ইলেকশনে ১৮ ১৪ নির্বাচনে উনি বললেন পেছনের দরজা দিয়ে আসছিলেন উনার তো সবসময় পেছনের দরজা দিয়ে আসেন এবং পিছনের দরজা কি ওনারা কতটা ভালোবাসেন যে উনার নেত্রী বলেছেন এরশাদ যখন ক্ষমতায় আসছে বলছে আই এম নট আন হ্যাপি আর যখন এক এগারোর পরে ক্ষমতায় গিয়েছেন তখন মহান জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে তখন আমিও সংসদ সদস্য ছিলাম উনি বলেছেন এক এগার আমাদের আন্দোলনের ফসল এই যে এই যে পিছনের দরজা কে ওয়েলকাম করানোর জন্য উনারা যা করতে পারেন যা করাতে পারেন আজকে যে যাদেরকে ওনারা গালি দিচ্ছেন যাদেরকে স্কট তুলে নিয়েছেন যাদেরকে পতাকা কেড়ে নিতে চেষ্টা করছেন উনারা কি জানেন যে এই তারাই কিন্তু তাদেরকে ২০০৮ এ ক্ষমতায় নিয়ে আসছে এই এক এগার কারা করেছে

কারা এটা একটা বিশ্ব ষড়যন্ত্রের মধ্যে -2 ফর্মুলা তো মাইনাস টু ফর্মুলার মাইনাস ওয়ান সারাজীবন থাকবে এটা তো হতে পারে না -2 আবারো ফর্মুলাটা টু বি কন্টিনিউ এটা ছিল টু বি কন্টিনিউ এর মধ্যে তো এখন হঠাৎ করে হাওয়া হয়ে যাবে না এটা থাকবে এটা আছে এই জন্য আজকে এই ভিসা নীতিটা ভিসা নীতি না দিয়ে যদি আমি মনে করি যদি ২০০ ১০০ ৫০০ লোকের বিরুদ্ধেও যদি এই মার্কিনিরা আবার সেনশন দিত এতটা বোধ হয় ক্ষতি হতো না হ্যাঁ আপনি বলবেন যে কয়জন আমেরিকায় যায় আমেরিকা যাওয়া কিন্তু ফ্যাক্টর না এখানে যারা আমেরিকায় গিয়েছে কানাডায় গিয়েছে বেগমপাড়া শেখপাড়া বানিয়েছে বাংলাদেশের জনগণের ট্যাক্সের পয়সা গুলো কে তৈরি করেছে

[১]
ভিসা নীতি নিয়ে তো আওয়ামী লীগ কোন চাপ নিচ্ছে না

[২]
আমি বলি চাপ নিচ্ছে কি না আপনি তাদের চলন বলনে আপনি বুঝেন মুখ দিয়ে না করলেই কি চাপ নেওয়া হয় না নাকি
[১]
না ওনারা বলছেন নির্বাচনে বাধা দিচ্ছে বি এন পি অতএব বেকায়দায় পড়েছে এমনিতেই বিএন পি

[২] আপনি আপনি শোনেন বিএন পি
নির্বাচনে বাধা ও দিতে পারে না বিএন পি কি নির্বাচনে বাধা দিয়েছে আপনি 14 তে আপনি একটা ফুটেজ দেখান একটা ভিডিও দেখান বিএনপি কোনখানে কি করেছে বরং আওয়ামী লীগের নেতারা অনেকখানি অনেক কিছু করেছে চট্টগ্রামের শাটল ট্রেন তুলে ফেলেছে চট্টগ্রামে মানুষ মেরেছে ঢাকায় মানুষ মেরেছে আপনার এই যে এই যে ১৩-১৪-১৫ তে আমার কাছে অনেক এরকম আমি আপনাকে এখন চাইলে এখনই আমি উদাহরণ দিতে পারবো তারা কি কি করেছে এবং তারা কি কি করতে পারে ১৮ তে আপনি মনে করেন বিএনপি কোথায় আপনার সহিংসতা করেছে কোন জায়গায় করেছে আপনি এই যে বিএনপি কয়েকদিন আগে পর্যন্ত যে সমস্ত বিভাগ জেলা থানা প্রোগ্রাম করল আওয়ামী লীগ ১৭ জন আমাদের মেরে ফেলেছে আমরা কি একজন কেউ কাউকে হাত তুলতে পেরেছি আমরা যখন
[১]
নির্বাচন কেন্দ্র করে কোনো সহিংসতা হয় নি
[২]
 শোনেন আমরা যখন আওয়ামী লীগের এই ফ্যাসিস্ট বাদির অত্যাচারে অতিষ্ঠ পারছি না তখনই ভিসা নীতি এসেছে যখন সেরের উপরে সোয়া সের থাকে যখন আমরা যখন দেখেছি যে একটা দেশে যখন ফ্যাসিস্টের জন্ম হয়ে যায় যখন ফ্যাসিস্টের অত্যাচার বাড়তে থাকে তখন অন্য দেশ ছাড়া কিন্তু এটা কেউ করতে পারে না তারা পিছনের দরজা না পিছন দিয়েই তারা সব সময় ক্ষমতায় আসে আপনি দেখেন কয়েকদিন আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কি ভারত থেকে ঘুরে এসে বলেছে ভারতকে বলে এসেছি যে কোন মূল্যে আমরা আপনাকে ক্ষমতায় আনব

[১]
হ্যা এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে আপনার সাথেও আলোচনা হইছে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে এটা নিয়ে

শাহদাব আকবর চৌধুরী লাবু বিএনপি নির্বাচনে কখনো বাধা দেয়নি এ বিষয়ে আপনারা কি বলবেন আর হচ্ছে আওয়ামী লীগ ভিসা নীতিতে চাপে আছে মুখে বলে না

[৩]
এই যে ভিসা নীতি নিয়ে একটু আগেই আমি বললাম এই ভিসা নীতি নিয়ে আমার তো আমি তো কোনো চাপ দেখি না কোনো চাপের কোন প্রশ্নই আসে না সেটা একটা তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার তারা বাংলাদেশের ওপরে তারা দিয়েছে যে এই বিষয়ে যারা নির্বাচনের সুষ্ঠ নির্বাচনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে তাদের উপরে হবে দেখা যাক সেটা প্রতিবন্ধকতা কারা সৃষ্টি করে তখন তাদের এটা করবে আর আরেকটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করছি বিদেশ থেকে সেঙ্কশন দিল বা বিদেশ থেকে

কে কি দিলো এটা নিয়েই মনে হচ্ছে যে বিরোধী দলের অস্থির হয়ে থাকে আপনারা জাতীয়বাদী শক্তি আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে যে বিএনপি জাতীয়তাবাদী দল এটা বিদেশি জাতীয়তাবাদী দল হয়ে যাওয়া উচিত কারণ তারা ওই আমেরিকা কি করল ওইটাতে খুশি অমুক দেশের সেঙ্কশন দেয় ওইটাতে খুশি কোনটাতে আমার দেশের লাভ হোক সেটা দেখেন আপনারা আপনি বিদেশ থেকে দিকে তাকায় না আপনি সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ জনগণই আপনাকে ভোট দিবেন যে ভোট জনগণ দিবে যাকে পছন্দ করবে সে সরকার গঠন করবে আপনারা জনমত আপনাদের পক্ষে আনেন আপনারা জনগণের পা সামনে যান জনগণকে নিয়ে যদি আপনারা মাঠে নামেন এবং নির্বাচনী যুদ্ধে আসেন এবং জনগণ যে সত্যিই আপনাদের সেই এর সাড়া দেয় তাহলে কেউ কোন ষড়যন্ত্র করে আজ পর্যন্ত আমরা ইতিহাস থেকে যারা দেখেছি কেউ কোনো সাড়া দিয়ে এটা বন্ধ করতে পারবে না আপনার ক্ষমতায় আসতে পারবেন সুতরাং আপনার ওই দিকে ফোকাস না করে কোন দেশ কোথায় যে আমি অনেকগুলো দেখি আজকাল প্রায় টকশোতে বিভিন্ন যারা সরকারবিরোধী ধরনের এসাইন বসে থাকে সবসময় সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা তো উনারা সব সময় ওয়েট করতে থাকে আরো কিছু আসলো আরে ভাই আরো কিছু আসলে আমার বাংলাদেশের তো এটা ক্ষতি হবে তো এই ক্ষতির চিন্তা করেন কেন মানে চাপ দিয়ে প্রেশার দিয়ে প্রশ্ন নাই আপনি চাপ না দিয়ে বিদেশ থেকে চাপ দিয়ে তো প্রশ্ন নাই এই দেশের রাজনীতি এ দেশের জনগণ করবে এদেশের রাজনীতি এদেশের নেতৃবৃন্দ করবে কোন বিদেশে নিয়ে বসা দিবে না ৭১ এ আমরা যখন যুদ্ধ করেছিলাম তখন অনেক বড় বড় দেশ ছিল যারা ৩০ লক্ষ শহীদ হয়েছে রক্তের পর রক্তে গঙ্গা বসে গেছে তারা কোনদিন গণতন্ত্রের দিকে তাকায় নাই তারা এই দেশের মানুষের দিকে কোনদিন তাকায় নাই এ দেশের মানুষই কিন্তু এদেশের অধিকার তারা ফিরিয়ে এনেছে স্বাধীনতা করেছে এবং আমরা আমাদের লাল সবুজের পতাকা পেয়েছি শুধু বাংলাদেশের মানুষই সিদ্ধান্ত নেবে আগামীতে কি হবে বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত নেবে আগামীতে কিভাবে দেশ চলবে [১]

আর একটা বিষয় হচ্ছে নিলুফার চৌধুরী যেমনটি বলছিলেন যে বিএনপি তো কখনো নির্বাচনে বাধা দেয় না ২০১৪ বা ১৮ আগে বিএনপি তো কোন ধরনের সহিংসতা যায়নি

[৩]এই নতুন আজকে শুনলাম যে

২০০৮ সালের গল্প ২০০৮ সালের সবার কাছে একটা একসেপ্ট টেবল কোন সময় শুনি নাই যে কোন সময় প্রশ্ন করেছে যে ২০০৮ সাল রে যে এই নির্বাচন এই কারণে আমরা 29 টা পেয়েছি এক ঘন্টার জন্য আর্মিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এইসব ভিত্তিহীন এগুলোর কোনো সমর্থন এর কিছু নেই আর ২০১৪ সালে আমরা দেখেছি অগ্নি সন্ত্রাস কাকে বলে কিভাবে শত শত গাড়ি ভেঙে দেওয়া হয় উনি বলছেন যে ওখানে কোথাও বিএনপি করে নাই বিএনপি কি তার ব্যানার নিয়ে যায় তারা করবে নাকি সবাই জানে যে এটা কে করছে বাঁধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে কে বারবার এই বাংলাদেশে সেই ৭৫ জাতির জন্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর আমরা দেখেছি কারা রাজাকার আলবদর কে তারা আবার রাজনীতিতে পুনর্বহাল করেছে এই বিএনপি করেছে শাহ আজিজুর রহমানের প্রধানমন্ত্রী করেছিল সুতরাং পুরনো জিনিস বারবার ওই জিনিসটার আজকের এতে ফিরে আসি সুতরাং প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা দেখেছি স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তিকে নিয়েই তারা চলে স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তিকে নিয়ে চলে স্বাধীনতার ভাবধারার বিরুদ্ধে তারা চলে অথচ তারা নিজেদের কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকে তাদের মধ্যে আছে তারা সেটা হিসেবে দাবি করে আমার কথা হলো পরিস্কার যে আমরা কে কি দিবে সেটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করার দরকার নাই ওকে ফাইন এই যে বলছে যে ২৪ তারিখ ২৫ তারিখে আমরা জানতে পারলাম সরকার জানতে পারি ২০০৩ সালে সরি ৩ তারিখে এটা জানানোর তো কোন কিছু নাই আর এই যে বলল পতাকা কেড়ে নেওয়া অ্যাম্বাসেডর কই না বাংলাদেশ সরকার কি বলছে যে পতাকা নিয়ে আপনি চলতে পারবেন না আপনার পতাকা আপনি থাকতে পারবে না তারা বলছে যে অতিরিক্ত যে প্রটেকশন টা দেওয়া হয় সেই প্রটেকশন টা তুলে নিচ্ছে কারণ আমাদের যারা এম্বাসেডর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে থাকে তারা সেই ইয়েটা পায় না এটা রেসিপ্রোকাল হতে হবে আমরা যদি এখানে দেই আমরা

[১] সেটা তাদের প্রয়োজন হলে সরকার দিবে

[৩]

এবং আমরা মনে করি দেশ টা এতই স্থিতিশীল এবং আপনারা দেখছেন কিভাবে এই দেশের জঙ্গি বা কিভাবে শেখ হাসিনা নির্মূল করেছে আমরা বলতে পারি যে আমরা জঙ্গিবাদ সারা পৃথিবীতে জঙ্গিদের কালো থাবা আছে আমরা কিন্তু তার থেকে

অনেক শান্তিতে মুক্ত অবস্থায় আছি এটা কিন্তু সবই কিন্তু শেখ হাসিনার অবদান তার সরকারের অবদান এগুলো অস্বীকার করলে তো হবে না সুতরাং শান্তিপূর্ণ অবস্থায় আছে যদি সরকার মনে করে সরকারের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী আছে তারা যদি মনে করে যে না আজকে এখানে এই সমস্যা হতে পারে আমাদের অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেওয়া প্রয়োজন সেই সংস্কৃত ডিপার্টমেন্ট তারা অটোমেটিকলি এটা নিয়ে এত চিন্তা মাত্রা কথাবার্তার কোন কিছু আমি দেখি না আর নির্বাচন আমরা এখনো বলতে চাই যে আপনারা যদি বলেন যে আমরা নির্বাচন করবো না তার মানে কি আমরা নির্বাচন করব না মানেই কিন্তু ওই ভিসা নীতির কারণে বাধাগ্রস্ত করতেছেন আপনারা আপনি এত ওটাকে ওয়েলকাম করছেন খুব সুন্দর আপনার পক্ষে আছে সে ভালো কথা আপনি এই বাধাগ্রস্ত করার দরকার নাই আপনার ওই যে বললাম তত্ত্বাবধায়ক এই তত্ত্বাবধায়ক বারবার আপনাদের এনে দিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক দিয়ে আর হবে না এখন সংবিধান যেটা আর দশটা দেশ যেভাবে চলে ঠিক সেভাবে হবে আপনারা বের করেন যে ওই জায়গাটা আমি বারবার যেটা বলছি যে কোন জায়গায় যদি কোন লুফ হোল থাকে কিভাবে সেটাকে আপনারা ফুল প্রুফ করবেন তাহলে আপনার সেই কনফিডেন্স থাকবে না আর বারবার যদি আপনারা এইভাবে এই কিছুদিন আগে দেখল সাতজন আটজন আপনাদের সংসদ সদস্য পদত্যাগ করল আপনার সাতজন আটজন সংসদ সদস্য যদি সংসদে থাকতো তাহলে আপনাদের কথাগুলোই ওই সংসদে বলতে পারতো এবং সেই জায়গায় সারা বাংলাদেশের মানুষ শুনত আপনি ওখান থেকে বেরিয়ে এসে রাজপথে আপনি যুদ্ধ করবেন লাভ টা কি কোন লাভ নাই আপনাকে ঘুরেফিরে ওই সংসদই যেতে হবে এই দেশের মানুষের ভোট নিয়ে আপনি গেছেন আপনি ছেড়ে দিয়ে চলে আসলেন আপনি ওই সায়েন্স ল্যাবরেটরির মডেল দিয়ে পিটাপিটি করছেন আগে কি হয়েছে সবই জানেন অনেক একটা না বউ গাড়ি বউ মানুষ একের পর এক হত্যা হয়েছে কিভাবে এক দেড় দুই মাস মানুষকে জিম্মি হয়েছিল সেই জায়গা থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসছে সেটাও শেখ হাসিনা মুক্ত করেছে কারণ সে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা একমাত্র শেখ হাসিনাই এই দেশের উন্নয়ন করেছেন এই জায়গায় এনেছেন এবং তার কোন বিকল্প বাংলাদেশে এখন আপাতত নাই

[১]
ধন্যবাদ ধন্যবাদ নিলুফার চৌধুরী মনি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন্দ্র করে আপনাদের এক এবং একমাত্র দাবি যেটি বর্তমানে আমরা যতটা জানি সেটি হচ্ছে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে সেই অধিকার আদায়ে কি বিদেশি শক্তি এই সেকশন নাকি দেশের জনগণ কোনটি প্রশ্নের উত্তরটা বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক নিচ্ছি এই পর্যায়ে আরেকটি বিরতি ফিরছি সাথেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম আবার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ বিরতির আগে আলোচনা করছিলেন শাহাদাত আকবর চৌধুরী লাবু মাননীয় সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এ পর্যায়ে আমরা কথা বলবার নিলুফার চৌধুরী মনি যেমনটি বলছিলাম বিরতির আগে যে আপনাদের দাবি আদায়ের জন্য কি জনগণের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করছেন নাকি বিদেশি ইসলাম

[২]
বিএনপি জনগণ নির্ভর একটা দল বিএনপি কতটা জনগণ নির্ভর দল যে আওয়ামী লীগকে রাতের বেলা ভোট করতে হয় তারা যে এই যে বললেন ক্ষমতার উৎস জনগণ তাহলে জনগণ যেন তার ভোট দিতে পারে না বা যে তোমার ভোট তুমি দিবা আমার ভোট আমি দিব আচ্ছা তোমার ভোট পেয়ে গেছি তোমাকে আর দিতে হবে না এই হচ্ছে আওয়ামী লীগের বর্তমান স্ট্রেটিজি যখন এটা এই যে এই যে বলে যে বিদেশে যায় বিএনপির কথা বলে আমরা বলি না আপনি দেখেন এই দুই-তিন দিনের মধ্যে আরাফাত নামের যে নতুন নেতা আওয়ামী লীগের উনি কিন্তু অলরেডি লিখিত আকারে জমা দিয়েছেন কাকে জমা দিয়েছেন কাকে জমা দিয়েছেন কেন জমা দিয়েছেন যদি কোন বিদেশীদের হিসাবই না করেন তাহলে এই জমাটা দিলেন কেন কার নামে অভিযোগপত্র এসব হিসাব এই যে আগে পরে সবাই উনারা না শুধু উনাদের বড় বড় নেতারা এইসব হিসাব করে না উনারা উনাদের মতই কাজ করে এবং এই যে অতি কথা বলার জন্য কিন্তু ওই ভিসা নীতির মধ্যে একটা খুব রাগ চরম প্রকার এটা যারা দেখার তারা দেখেছে যারা বুঝার তারা বুঝেছে পশ্চিমারা আপনার ওইভাবে আমি আর আপনি যেমন মারামারি করি ওরা ওইভাবে মারামারি করে না ওদের মারামারি ভাষাটা কলমে কাগজেই হয় পরবর্তীতে দেখা যায় তো এই যে এই কথাগুলো উনারা বলছেন সব সময় যে ক্ষমতার উৎস আসেন না একটা ইলেকশন দিনে দুপুরে করি দুজনে দাঁড়ায় করি মাঝখানে নির্বাচন জনগণ ভোট দিক ওই সাহস তো আপনাদের নাই কারণ আপনারা তো জনগণের তোয়াক্কা করেন না জনগণের জন্য কাজ করে না মুখ দিয়ে বলেন এত বড় এত উন্নয়ন করেছেন উন্নয়ন করতে করতে ছয়লাব করে ফেলেছেন এমনই উন্নয়ন করেছেন যে এখন ব্যাংকে ডলার নাই আপনার এলসি খুলতে

পারেন না আপনি বিদেশ থেকে খাবার আনতে পারেন না বিদেশ থেকে আপনি কিছু বিদেশ নির্ভর একটা দেশ এটা বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ কখনোই না কখনো কখনো কোন কোন খাদ্যে কোন কোন প্রাইমারি স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু বাংলাদেশের সুই থেকে শুরু করে বোতাম থেকে শুরু করে সবকিছু ইমপোর্ট করতে হয় সেখানে আপনি যে আইএমএফ বলেছিল যে তিন মাসের ইমপোর্ট আপনার আছে কিনা আপনি শুধু বলেছেন খাদ্য ইমপোর্ট আছে আর যেগুলো জিনিস গুলো যেগুলো ইমপোর্ট বন্ধ হয়ে গেছে যে জিনিসটা শিশুর একটা গুঁড়ো দুধ আপনার যে জিনিসটা আগে ছিল ৪০০ টাকা ৫০০ টাকা এখন ৮০০ ৯০০ ১০০০ টাকা পাওয়া যায় না মিলে না কারণ ইম্পর্ট বন্ধ হয়ে গেছে চাইলেই অনেক কিছু করা যায় না যখন দেশের এই অবস্থা আপনি উন্নয়নের ফিরিস্তি দিচ্ছেন এই ফিরিস্তি জনগণের চাক্ষুষ দেখা যে ফিরিস্তি এমন না যে মেট্রো রেলে উঠলেন আপনি উঠলেন উত্তরা থেকে আপনার আগারগাঁও নামাই দিলো শেষ উন্নয়ন ডিসমিস উন্নয়ন এরকম উন্নয়ন না উন্নয়ন দেখাতে গেলে আপনার কাগজে কলমে হাতে-কলমে দেখাইতে হয় কাজীর গরু আপনাদের গোয়ালে থাকে না খাতায় থাকে এই খাতার গরু দিয়ে তার মানুষের অভাব মিটবে না অভাব মিটবে না বলেই গরুর মাংসের কেজি এখন ৮০০ টাকা থেকে ৯০০ টাকা খাসির কথা তো বলাই যায় না মানুষ এখন গোশত খাওয়া ভুলে গেছে মানুষ মাছ-মাংসের না চাইলের স্বাধীনতা চায় চাইলের স্বাধীনতা যে সাংবাদিক লিখতে যায় সেই সাংবাদিককে জেল খাটানো হয় সেই সাংবাদিকের নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করা হয় তো যখন একটা দেশে চালিয়ে স্বাধীনতা চাওয়ার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হয় তখন তো অবশ্যই বিদেশী নীতিগুলো নীতিগুলো এইরকম আসতেই থাকবে বা আসতেই থাকে আপনি দেখেন উনারা যে কথাগুলো বলেছে উনাদের কাজের সাথে মিলে না আনন্দবাজার কয়েকদিন আগে রিপোর্ট করেছিল পশ্চিমা চাপ মোকাবেলায় ভারতকে পাশে চায় হাসিনা এটা আমাদের কথা না আনন্দবাজার পত্রিকার কথা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা রেস্ট্রিকশন নীতি ঘোষণা করার পর ভারতের অবস্থান হল আওয়ামী লীগ এর হয়ে দেন দরবার করবে না ভারত সরকার বিবিসিকে বলেছে বিবিসি বাংলাকে শ্রী রাধা দত্ত এটা গত কালকে আমরা ইত্তেফাকে দেখেছি তো এই যে এই যে বর্তমান অবস্থাটা বর্তমান প্রেক্ষাপটটা এই প্রেক্ষাপটের মধ্যে আপনার যদি বলেন যে তত্ত্বাবধায়ক মানবে না উনারা একা একা নির্বাচন করলে কি এই নীতির মধ্যে পড়বে বিএনপির মত একটা দল যে তারা অনেক

[১]

আপনারা না আসলে কি করার

[২]

না আসলে কি করবে সেটা তাদের ব্যাপার সরকারের অনেক কাজ থাকে আপনি রাতের বেলা ভোট নিতে পারবেন আর মানুষের কথা শুনবেন না

[১]

রাতের বেলা ভোটের অভিযোগের প্রমাণ চেয়েছেন কিন্তু আওয়ামী লীগ

[২]

আপনি শোনেন আইন আইনের জন্য মানুষ না মানুষের জন্য আইনের জন্য উনাদের

[১] এই চাওয়াটা

মানুষের নাকি বিএনপির

[২]

উনাদের আদিখ্যেতায় তত্ত্বাবধায়ক করা হয়েছিল এখন বলে ন্যাড়া বেলতলায় একবারই যায় উনারা বুঝছেন যে উনারা বেল গাছের নিচে মাথা ন্যাড়া করে গিয়েছিল তো উনারা যদি বেল গাছের মাথা ন্যাড়া করে যায় অন্যের সময় দুষকি যাদের কাছে জনগণ আছে একঘন্টা মিটিংয়ে যাদের লাখো লোক হয় তাদের সঙ্গে উনাদের অন্ধকারে ভোট করতে অন্যদের সঙ্গে তো মানুষ নাই উনারা তো একদম একা হয়ে গেছে ওনারা দিনে আসুক রাতেও আসুক মানুষ নিয়ে আসুক না যা মানুষ খুঁজে পাবে না এই জন্য ওই মানুষ না খুঁজে পাওয়ার জন্য নৌকা এ নৌকা বি নৌকা সি নৌকা ডি দিয়ে তাদের ইলেকশন করতে হয় সেটা যদি পৃথিবীব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা পায় পাবে বিএনপি ইলেকশন করবে না বিএনপির দাবি একটাই নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার নির্বাচন করে আর এই আওয়ামী লীগ এর আন্ডারে যদি ফেরেশতা ও নির্বাচন করে তারপরেও ফেল ফেল আর ফেল শুনতে হবে

[১] ধন্যবাদ ধন্যবাদ নিলুফার চৌধুরী মনি শাহদাব আকবর চৌধুরী ফেরেশতা নির্বাচন করলে ও ফেল করবে

[৩]
সময় সব কথা বলবে নির্বাচনে আসবো না উনারাই ধরেন আরো অনেকগুলো রাজনৈতিক দল আছে উনারা যদি শেষমেষ সংবিধান না মানে আমরা সংবিধান মানি না আমরা এই জিনিস চাই উনারা চাচ্ছে সেটা সংবিধানএর বাইরে চাচ্ছে তো ওনারা যদি না আসলেই যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে না এমন কোন কথা নাই আরো দশটা দল আছে এবং সব দল যদি সেই অংশগ্রহণ করে হ্যাঁ অবশ্যই তারা যদি বিএনপি যদি অংশগ্রহণ করে আমরা অনেক খুশি হব তখন সারা পৃথিবী দেখবে যে হ্যাঁ সবকটা দলের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে সবাই করছে সুতরাং নির্বাচনে যদি উনারা না আসে নির্বাচন নির্বাচনের মতনই হবে নির্বাচন চলবে এবং ইনশাল্লাহ দেখবেন আমরাও বিশ্বাস করি এই বাংলাদেশের মানুষ আবারো আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করে প্রধানমন্ত্রীকেই আবার নতুন করে সরকার গঠনের সুযোগ দিবে আর এই উন্নয়ন অনেকগুলো কথা বললেন আমি সঠিক বলি কোভিড কি অবস্থা হয়েছিল বাংলাদেশে সারা পৃথিবী আমরা জানি তার থেকে কিভাবে ভ্যাকসিন আনা সবকিছু করেই বাংলাদেশের সেই কোভিড সিচুয়েশনটা কিভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হ্যান্ডেল করেছে সেটা তার গুনগান না গেয়ে তখন দেখা গেছে বিএনপির অনেক নেতারা বলতে কি এই কোভিড দিব না ওটাতে পানি আর পানি ছাড়া কিছু নাই অথচ দেয় নাই এমন কেন করে পাবেন না কিন্তু আপনারা যে আজকে এই যে ইট পাটকেল কোভিড এ মরেন নাই এর জন্য একবার ধন্যবাদ দেন শেখ হাসিনাকে আর এর পরে দেখেন আপনি আজকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ হচ্ছে আমরা শুধু রাশিয়া-ইউক্রেন মনে করছি রাশিয়ান ইউক্রেন না এটা জিও পলিটিক্স এবং সারা পৃথিবীকে কে কোথায় কন্ট্রোল নিবে হোল বিশ্ব এর সাথে যুক্ত সুতরাং এটা কিন্তু একটা বিশ্বযুদ্ধের মতন কিন্তু আমার গায়ে যেতো গোলা এসে পড়ছে না সেজন্য আমরা বুঝতে পারছি না আমরা যেটা বুঝতেছি কিসের মাধ্যমে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে কেন বানিয়েছে কারণ এই অস্থিরতা তো শুধু এখানে না আপনি বলছেন খাসির দাম আছে ওটা হয়েছে আরে তারপরে যে এই অবস্থায় বাংলাদেশের একটা মানুষ না খায় নাই আমরা গত ঈদের সময় দেখছি ধাক্কায় মানে ঈদের বাজারে মানুষের ধাক্কায় রাস্তা বন্ধ সবার হাতে টাকা আছে সবার কষ্ট হচ্ছে অবশ্যই আপনাদের সবাইকে সেই কষ্ট সহ্য করা বা এটার জন্য আপনাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে মনে করতে হবে যে এটা যুদ্ধ অবস্থা যুদ্ধ অবস্থা নরমাল সিচুয়েশন তো এক না আর বাংলাদেশে প্রতিটি উন্নয়ন যা বলবেন আওয়ামী লীগ ছাড়া কোনদিন বাংলাদেশের মানুষের জন্য ভাবে নি বাংলাদেশের উন্নয়ন করে নাই আর এই রিজাব নতুন করে খেলে ৪৫ হলো না ৩৮ হলো না ৩০ ব্যাপার না আপনাদের সময় তো ৪ বিলয়ন এর নিচে ছিলো তাহলে দুই দিনেই সরকার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তা তো হয় নাই সুতরাং যে চালাচ্ছে তাকে চালাতে দেন আর রাজনীতি করেন নির্বাচনমুখী হন জনগণ আপনার জন্য সব আছে আওয়ামী লীগ যখন কেউই নাই তাহলে তো আপনার কোনো চিন্তাই নাই আর এই যে বলেন বক্তৃতা মেরে দিলেন আপনাকে বুঝতে হবে দেশের পরিস্থিতি টা কি আমার পক্ষে কয়জন আছে আর শুধু বিদেশের দিকে সূর্য কোন দিকে ঘুরতেছে কে কি করছে অবশ্যই তারা তাদের আমেরিকা যেরকম আমাদের একটা সবচেয়ে বড় মার্কেট প্রত্যেকটা দেশ যারা বিদেশে ইউরোপ বলেন আমেরিকা বলেন যার যার অন্যান্য সব দেশ তারা বাংলাদেশকে নিয়ে ভাবে তাদের সাথে আমাদের সেই বন্ধুটি থাকবে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি আছে সবার সাথে বন্ধুত্ব এবং এই যে মনে করলে উনাদেরকে একজন চিঠি দিছে প্রত্যেকের সাথে নরমাল প্রক্রিয়া যে আপনার সবার সাথে আপনার যোগাযোগ রাখবেন বাংলাদেশের পরিস্থিতি কি সেটা তুলে ধরবেন তাদের যদি কোন প্রশ্ন থাকে সে প্রশ্নের উত্তর দিবেন এটার মানে তো এই না যে আমি ওই অন্যদের সাথে আপনারা কেন কথা বলেন আরে আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে একটাই যে আমরা আসেন শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনের দিকে যাই নির্বাচনে যদি এই যে খালি কথায় কথায় রাতের নির্বাচন রাতে ফেব্রুয়ারি মাসের নির্বাচনের কথা একবার মনে করে দিলাম উনি কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসের নির্বাচন উনার বললেন না তো এই যে চুরিচামারি এগুলা কিন্তু আপনাদের লোকজন শিখাইছে ৭৫ এর পরে কিভাবে পিছনের দরজা দিয়ে আসতে হয় সমস্ত কিছু শিখাইছে যে শেখানোর পরে কিছু কিছু জনগণ দুই একটা ভুল করে এই ভুলের জন্য কিন্তু নেতৃবৃন্দ দায়ী হয় কারণ আমাদের কাজ যে আমি আজকে এখানে বসে আছি কথা বলতেছি জনগণ যারা আজকে দেখতেছে তারা কিন্তু কি দেখতে চায় তারা দেখতে চাই যে রাজনীতিবিদ দুজন দুটো দলের লোক আসছে তারা কি গঠনমূলক কথাগুলো বলল তাদের কাছ থেকে আমরা কি মেসেজ পাচ্ছি যে সেই মেসেজটা আমি চাই জনগণের কাছে জনগণের কাছে সেই মেসেজটা যাক যে আমরা সবাই মিলে কিভাবে শান্তিপূর্ণভাবে দেশের শান্তির জন্য দেশকে স্থিতিশীল আরো স্থিতিশীল রাখার জন্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেমন করে আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সবাই সমঝোতার মধ্যে এসে একটা সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন করতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কন্যা সুষ্ঠু সুন্দর একটা নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ধন্যবাদ
[১]

ধন্যবাদ শাহদাব আকবর চৌধুরী ধন্যবাদ নিলুফার চৌধুরী মনি আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ এ বিষয়ে আজকে আলোচনা করতে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য দর্শক এই ছিল আজকের নিটল টাটা মাইটিভির আয়োজন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন মাইটিভির সঙ্গেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ